জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৯ নং আইন)

দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিধানকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু, দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজন ;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "জাদুঘর" অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর;

(২) "তহবিল" অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তহবিল;

(৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) "বোর্ড" অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালনা বোর্ড;

(৬) "মহাপরিচালক" অর্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক;

(৭) "সদস্য" অর্থ পরিচালনা বোর্ডের সদস্য; এবং

(৮) "সভাপতি" অর্থ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি।

জাদুঘর প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) জাদুঘর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৪। জাদুঘর পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং জাদুঘর যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত ১৩ (তের) জন সদস্য সমন্বয়ে জাদুঘরের একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ এর একজন যুগ্ম-সচিব;

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এর একজন যুগ্ম-সচিব;

(ঘ) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব;

(ঙ) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান;

(চ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(ঝ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর চেয়ারম্যান;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান ও গবেষণা কাজে অবদান রহিয়াছে এইরূপ ৩(তিন) জন ব্যক্তি; এবং

(ট) জাদুঘরের মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

জাদুঘরের কার্যাবলী

৬। জাদুঘরের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা;

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করিবার লক্ষ্যে-

(অ) জাদুঘরে স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা করা;

(আ) বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(ই) বিভিন্ন জেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরী বা টাউন হল এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে মিউজু [Museo] বাসের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শনী, টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর ব্যবস্থা করা;

(ঈ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও গবেষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(উ) বক্তৃতামালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা;

(ঊ) জাদুঘর এর উন্নয়নে প্রদর্শনী বস্তুসমূহের সাহায্যে গবেষণামূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা;

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড্ আয়োজন এবং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া উক্তরূপ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঘ) দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রায়োগিক ব্যবস্থা করা;

(চ) বৎসরের বিশেষ দিনগুলিতে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি টেলিস্কোপের মাধ্যমে উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের জন্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং

(জ) উপরে-বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

বোর্ডের সভা

৭।(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড প্রতি বৎসর অন্যূন তিনবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সভাপতি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ, সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৭) শুধু কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

মহাপরিচালক

৮। (১) জাদুঘরের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক জাদুঘরের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-